দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 NOV 1998
পৃঃ 7 কলাম ৫

90

ছাত্র না হয়েও নেতা ঃ রয়েছে সুসজ্জিত বাহিনী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় সবচেয়ে বিশাল সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী সুনীল ছাত্র না হয়েও একজন ছাত্রনেতা। প্রথম সারির ছাত্র সংগঠনের নেতা হিসেবে সে চট্টগ্রাম মহানগরীতে গড়ে তুলেছে একটি সুসজ্জিত বাহিনী। অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে ভরপুর মিনি ক্যান্টমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা সুনীলকে পাকড়াও করতে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশকে বেশ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সুনীল এখন কারান্তরালেও রাজার হালে জীবনযাপন করছে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যমতে, চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার ছাত্রলীগের ঘাঁটি বলে সর্বাধিক পরিচিত একটি কলেজের ছাত্রলীগের ছত্রছায়ায় সুনীল দীর্ঘদিন যাবৎ চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব প্রদান করে আসছিল। এর জন্য সুনীলকে চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার বিভিন্ন স্থানে ক্যাডার বাহিনী গঠন করতে হয়েছে। তার এলাকাভিত্তিক ক্যাডার বাহিনীর কোন কোন স্থানের সদস্যসংখ্যা ২/৩ এর অধিক নয়। কিন্তু অত্যাধুনিক অস্ত্র আর চরম হিংস্রতায় এসব ক্যাডার সদস্য সংখ্যায় কম হলেও তাণ্ডবতার তীব্রতায় বিশাল বাহিনীর তৎপরতাকেও হার মানায়। এই সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর সদস্যদের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সুনীলের সুবিশাল নেটওয়ার্ক। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের অধিকারী সুনীল সকল

চট্টগ্রামের অন্যতম টপ টেরর সুনীল দে। —সংবাদ

চট্টগ্রামে টপ টেরর

অপারেশন পরিচালনা করত সুপরিকল্পিতভাবে। অপরাধ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় তার দক্ষতা ও যোগ্যতার ছাপ থাকে সুস্পষ্ট। চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় বিশাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক সন্ত্রাসী তার ক্যাডার বাহিনীর সদস্য হলেও ক্যাডার সদস্যদের জন্য সুনীলের তেমন অর্থ ব্যয় হতো না। কেননা তার ক্যাডার সদস্যদের সকলেই অস্ত্র, স্থানীয়ভাবে প্রভাব বিস্তারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে বিশেষ বিশেষ অপারেশনে দলীয় সদস্যরা না চাইলেও সুনীল নেতাসুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে প্রত্যেক সদস্যকে যোগ্যতা অনুযায়ী খুশি করত। এতে সুনীলের দলীয় সদস্যরা তার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও অনুগত।

খুন, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, লুটপাট চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার টপ টেরর সুনীল দের অন্যতম পেশা। পেশা ধরে রাখার জন্য সুনীল সকল প্রকার অপরাধ সংঘটনে সামান্যতম বিব্রত বোধ করত না। সুপরিকল্পিতভাবেই সুনীল তার সব অপারেশন সম্পন্ন করত। তবে তার সকল অপারেশনে তীব্র হিংস্রতা প্রকটভাবে ধরা পড়ে। তার পেশার প্রকৃতিবিরুদ্ধ শক্তিকে চলার পথ থেকে সরিয়ে দিতে সুনীল সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করত না।

চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার বেআইনি অস্ত্রধারী চাঁদাবাজ ও সাজাপ্রাপ্ত আসামি সুনীল (৩০) চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন ফতেহনগর গ্রামের বাসিন্দা। সে বর্তমানে পবিরার-পরিজনসহ নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন আশকারদিঘির দক্ষিণ পাড়ে থাকত।

সুনীলের উত্থানপর্ব ছিল বড়ই কষ্টের। কিশোরপর্ব পার হয়েই জীবন-জীবিকার জন্য সে রং- ইলেকট্রিকের পাইপ ফিটারের শ্রমিক হিসেবে কাজ নেয়। এ কাজ তার বেশিদিন সহ্য হয়নি। সে সবসময় চাইত কিভাবে অল্প সময়ের

ছাত্র ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

ছাত্র ঃ না হয়েও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে সাফল্যের শিখরে উঠা যায় সে পথ। দ্বিতীয় পেশা বেছে নেয় ওয়েল্ডিং মেকার। এখানে প্রথমেই সে লোহা -লক্কড়ের উপর ভাল দক্ষতা অর্জন করে। এ সময় তার সাথে পরিচয় ঘটে কিছু ছাত্রলীগ ক্যাডারের। তাদের সাথে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবৈধ অস্ত্র নিয়ে কথাবার্তা হতো। সুনীল একসময় প্রচেষ্টা চালিয়ে ওয়েল্ডিং কারখানা থেকে পাইপগান বানাতে সক্ষম হয়। তাকে আর পায় কে। সেদিন থেকে সে এ কাজে দক্ষ হয়ে উঠে। মিশে যায় ছাত্রলীগ ক্যাডারদের একটি গ্রুপের সাথে।

সুনীলের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার বিভিন্ন থানায় ২টি হত্যা মামলাসহ ডাকাতি, বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, হত্যা প্রচেষ্টা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি গুরুতর অপরাধের ১০টি মামলা রয়েছে। সুনীল ও তার দলীয় সন্ত্রাসীরা গত ২৪শে জানুয়ারি '৯৩ তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চট্টগ্রাম লালদিঘির ময়দানে আগমন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় বিশৃংখলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। গত ৭ই জানুয়ারি '৯২ সুনীল ও তার দলীয় সন্ত্রাসী সাঙ্গপাঙ্গরা চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি শাহ মুরাদকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় গুলি করে গুরুতর জখম করে। ১৯৯৬ সালে নন্দনকানন এলাকায় বক্সিরহাটের আজাদ হত্যা মামলার একজন আসামি সুনীল। এছাড়া গত ২০শে আগস্ট '৯৮ নগরীর অভিজাত বিপণি কেন্দ্র মিমি সুপার মার্কেটের জুয়েলারি দোকানে চাঞ্চল্যকর ডাকাতি মামলারও অন্যতম আসামি।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি সুনীলকে গত ২৩শে আগস্ট '৯৮ পুলিশ নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন জাকির হোসেন বাইলেনের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। সে বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে আটক থাকলেও নগরবাসীর আশঙ্কা কখন জানি সুনীল আবার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে।